গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
**হাইড্রোকার্বন ইউনিট**
১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০।

**হাইড্রোকার্বন ইউনিটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ এর ১.১.১ বাস্তবায়নের নিমিত্তে অংশীজনের (Stakeholder) সমন্বয়ে আয়োজিত চতুর্থ সভার কার্যবিবরনী।**

| | |
|---|---|
| সভাপতি | মো: শামীম খান<br>মহাপরিচালক |
| সভার তারিখ | ২০ জুন ২০২৪ |
| সভার সময় | দুপুর ২.৩০ ঘটিকা |
| স্থান | হাইড্রোকার্বন ইউনিট |
| উপস্থিতি | পরিশিষ্ট-ক |

হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ১.১.১ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরন সভায় সভাপতি ও হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ শামীম খান সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সহকারী পরিচালক (অপারেশন) ও জিআরএস এর ফোকাল পয়েন্ট সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভাপতি বলেন, বাংলাদেশ সরকার সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি সকল দপ্তরে ৫টি টুল যথাক্রমে শুদ্ধাচার, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কিছু সূচকের ভিত্তিতে কার্যক্রম নির্ধারণ করে বাস্তবায়ন করছে। হাইড্রোকার্বন ইউনিটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ১.১.১ মোতাবেক চতুর্থ ত্রৈমাসিকে জিআরএস সিস্টেমে কোনো অভিযোগ না পাওয়ায় অংশীজনের সমন্বয়ে আজকের অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের (পেট্রোবাংলা) এর প্রতিনিধি জানান, গ্যাস কানেকশন সংক্রান্ত যে সব অভিযোগগুলো আসে, সেই সব অভিযোগগুলো যে প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত সে সব প্রতিষ্ঠান বরাবর অভিযোগগুলো পাঠানো হয়। তিনি আরও জানান যে, প্রতিষ্ঠানগুলো যথাসময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করে পেট্রোবাংলারকে রিপোর্ট প্রদান করে। সর্বশেষ হাইড্রোকার্বন ইউনিট সম্পর্কে তাদের কোনো অভিযোগ নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি জানান, তাদের প্রতিষ্ঠানে কোনো অভিযোগ আসলে তাৎক্ষনিক আমলে নিয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। এছাড়া হাইড্রোকার্বন ইউনিট সম্পর্কে তাদের কোনো অভিযোগ নেই বলে অভিব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিনিধি জানান, যে তাদের প্রতিষ্ঠানে যে সকল অভিযোগ আসে তা সাধারনত কোয়ারি ও ইজারা সংক্রান্ত যা তাৎক্ষনিক আমলে নিয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়।

দীপ্ত টেলিভিশনের সাংবাদিক প্রতিনিধি জানান, প্রজাতন্ত্রের সেবাগ্রহীতার ভোগান্তি নিরসনে প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থাকে আরো প্রোঅ্যাক্টিভলি কাজ করতে হবে। এছাড়া জ্বালানি খাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে আরো জনবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

৩.০। সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৩.১। জিআরএস সফটওয়্যার নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং কোন অভিযোগ আসলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.২। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর সকল সূচক যথাসময়ে যথানিয়মে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪.০। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২৭/০৬/২০২৪
মো: শামীম খান
মহাপরিচালক
হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৮৩৯১০৭৫
hcu@hcu.org.bd

নম্বর: ২৮.০৬.০০০০.০০০.২৭.০০১.২১-৮৫৬ তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪

**বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

১. চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন;
২. চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা);
৩. মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক এর দপ্তর, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি);
৪. মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট;
৫. মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর;
৬. প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর;
৭. সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;
৮. সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৯. নির্বাহী পরিচালক, দীপ্ত টিভি এবং
১০. অফিস কপি, হাইড্রোকার্বন ইউনিট।